সংবাদ

তারিখ 11 SEP 2012
পৃষ্ঠা

বুয়েট সচল হচ্ছে শনিবার থেকে

- সমস্যা কেটে গেছে : উপাচার্য
- শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মামলা থেকে অব্যাহতি

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

প্রায় দুই মাস আন্দোলন করার পর আগামী শনিবার থেকে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষকরা ক্লাসে যাচ্ছেন। গতকাল বুয়েটের শিক্ষক সমিতির সাধারণ সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এই সিদ্ধান্তে আপত্তি নেই বলে জানিয়েছেন উপাচার্য অধ্যাপক এসএম নজরুল ইসলাম। এর আগে সকালে ডিনস কমিটির বৈঠকে শনিবার থেকে ক্লাস শুরুর সিদ্ধান্ত নেয়া হলে শিক্ষার্থীরা তা মেনে নেয়।

উপাচার্য বলেন, বুয়েটের সমস্যা কেটে গেছে। বর্তমানে কোন অসুবিধা নেই। শনিবার থেকেই বুয়েটে ক্লাস শুরু হবে। আগামী সপ্তাহেই একাডেমিক কমিটির বৈঠকের মাধ্যমে বুয়েটে ভর্তি পরীক্ষার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হবে।

বৈঠক শেষে শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে যেসব প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল, সেগুলো আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আগামী শনিবার থেকে ক্লাস নেয়া হবে।

তিনি আরও বলেন, যেহেতু আরও দুই দিন কর্মদিবস আছে। এর মধ্যে বাকি প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়িত হবে বলে আশা করছি। এর আগে অনেকদিন পর সকাল থেকেই বুয়েট ক্যাম্পাস ছিল শান্ত। স্বাভাবিক নিয়মে আবারও কাজ শুরু করেছিলেন শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। শিক্ষার্থীদের ফেরার খবরে প্রস্তুত করা হচ্ছে ক্লাস রুম। আনুষ্ঠানিক ক্লাস শুরুর আগে সিলেবাস থেকে দীর্ঘদিন বিচ্ছিন্ন থাকা ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পড়ালেখায় মনোযোগ দিচ্ছে শিক্ষার্থীরা।

স্থপতি বিভাগের শিক্ষার্থী শান্তনু হাসান বলেন, কখন ক্যাম্পাস খুলবে তা নিয়ে অনেক দিন অনিশ্চয়তার মধ্যে ছিলাম। শেষমেশ ক্লাস খুলছে– এটি ভাবতেই ভালো লাগছে। শনিবার থেকে ক্লাস শুরু হচ্ছে–এটি অবশ্যই খুশির খবর।' অপর এক শিক্ষার্থী রায়হান রাব্বি বলেন,

বুয়েট : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৩

বুয়েট : শিক্ষকরা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আমরা এখন নতুন একাডেমিক ক্যালেন্ডার ঘোষণার অপেক্ষায় আছি।

এদিকে উপ-উপাচার্য পদ থেকে অব্যাহতির পর সাধারণ শিক্ষকদের মতো ক্যাম্পাসে এসেছিলেন অধ্যাপক হাবিবুর রহমান। নিজেকে ষড়যন্ত্রের শিকার বলে তিনি দাবি করেন। তিনি বলেন, আমি এখন এডমিনিস্ট্রেশনে নেই। আন্দোলনের পেছনে কী আছে আর কেনইবা কয়েকদিন পর পর আন্দোলন হচ্ছে– এ বিষয়টি বিচার বিভাগীয় তদন্তের মাধ্যমে দেশবাসীর সামনে উত্থাপন করা দরকার। দেশবাসীকে জানাতে হবে এ কারণে যে, জনগণের ট্যাক্সের টাকায় এই বিশ্ববিদ্যালয় চলছে।

বেশিরভাগ দাবি পূরণ করে ক্যাম্পাস খোলায় খুশি শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। তবে এর রেশ ধরে আগামীতে যেন আবারও কোন অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয় সেই প্রত্যাশা তাদের। প্রসঙ্গত, চলতি বছর ৭ এপ্রিল শিক্ষক সমিতির ক্লাস বর্জনের মধ্য দিয়ে বুয়েট ক্যাম্পাসে শুরু হয় অচলাবস্থা। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক এবং আদালতে নিষেধাজ্ঞায় আন্দোলন স্থগিত হয়। গত ১১ জুলাই থেকে শুরু হয় আরেকদফা আন্দোলন। আন্দোলনের মুখে জুলাইয়ে ঈদের ছুটি ঘোষণা করে ক্যাম্পাস বন্ধ করে দেন উপাচার্য। ঈদের ছুটির পর গত ২৫ আগস্ট বুয়েট খুললেও ক্লাস-পরীক্ষা এখনও বন্ধ।

বিশ্ববিদ্যালয়টিতে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে উপাচার্য ও উপ-উপাচার্যর পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলনকারী শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের দাবির একাংশ মেনে নিয়ে গত রোববার হাবিবুর রহমানকে অব্যাহতি দিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে সরকার। পরে শিক্ষকরা জানান, উপ-উপাচার্যকে প্রত্যাহার করে নেয়ায় ক্লাসে ফিরে যাওয়ার পরিবেশ ফিরে এসেছে। মামলা থেকে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের অব্যাহতি

আদালত বার্তা পরিবেশক জানান, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) উপাচার্য ও উপ-উপাচার্যের কার্যালয় ভাঙচুরের ঘটনায় দায়ের করা দু'টি মামলায় অভিযুক্ত একই বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫ শিক্ষক-শিক্ষার্থীকে মামলার দায় থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন আদালত। গতকাল মহানগর হাকিম কেশব রায় চৌধুরী এই অব্যাহতির আদেশ দেন।

রোববার সন্ধ্যায় মামলার তদন্ত কর্মকর্তা শাহবাগ থানার ওসি (তদন্ত) এমএ জলিল মামলা দু'টিতে অভিযুক্তদের অব্যাহতির আবেদন করে ঢাকার সিএমএম আদালতে একটি প্রতিবেদন দাখিল করেন। সে সময় আদালত বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সোমবার ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রতিবেদন দু'টি উপস্থাপন করা হয়।

আদালতের সংশ্লিষ্ট থানার সাধারণ নিবন্ধন কর্মকর্তা আরশেদ হোসেন সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, মামলা দুটির প্রতিবেদন দাখিলের জন্য ৮ অক্টোবর দিন ধার্য ছিল। কিন্তু বাদীই মামলা দুটি প্রত্যাহারের আবেদন করায় সোমবারই প্রতিবেদন দুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে উপস্থাপন করা হয়। চূড়ান্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, তদন্তে আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হলেও মামলার বাদী ও বিবাদীদের মধ্যে ঘটনার বিষয়ে সমঝোতা হওয়ায় আসামিদের অব্যাহতির আবেদন জানিয়ে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হলো।